সম্পাদকীয় ভূমিকা

এই সংখ্যার প্রস্তুতিকালে প্রধানমন্ত্রী ভারত সফর করেন এবং দুদেশের মধ্যে আরও কিছু চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এসব চুক্তিতে বাংলাদেশের মানুষের মধ্যে যেসব বিষয়ে উদ্বেগ আছে তার কোনটিরই কোনো পরিবর্তন বা উন্নতি হয়নি, বেশিরভাগ বিষয়ে আলোচনাই হয়নি। উল্টো পুরনোর সঙ্গে নতুন আরও কিছু বোঝা তৈরি হয়েছে। যেমন, দুই সরকারের 'বন্ধুত্বের প্রতীক' রামপাল কয়লা বিদ্যুৎ প্রকল্প দিয়ে বিনাশ হতে যাচ্ছে বাংলাদেশের প্রাণ সুন্দরবন, যখন একের পর এক কয়লা বিদ্যুৎ কেন্দ্র বন্ধ করে দিচ্ছে ভারত। দশকের পর দশক বাংলাদেশে নদীর পানি প্রবাহ বাধাগ্রস্ত করে যাচ্ছে ভারত। যখন বাংলাদেশে বন্যা তখন খুলে দিচ্ছে সব স্লুইস গেট। এবারের চুক্তিতে বাংলাদেশের ফেনী নদীর পানি নেয়ায় ভারতকে আইনী অধিকার দেয়া হয়েছে। বাংলাদেশের পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব আগেই ভারতকে দেয়া হয়েছে। তিনদিকে কাঁটাতার দিয়ে ঘিরে রাখলেও বাংলাদেশের এমাথা থেকে ওমাথা দিয়ে পণ্য পরিবহণের সুযোগ পাচ্ছে ভারত, কিন্তু বাংলাদেশ-ভুটান-নেপালের মাঝখানে বহাল রেখেছে নানা বাধা। এবারে বাংলাদেশের সমুদ্র ও নৌবন্দরগুলো দেশি প্রতিষ্ঠানের মতোই ব্যবহারের সুযোগ পাচ্ছে ভারত। এবার আরও চুক্তি হয়েছে উপকূলে বাংলাদেশকে 'নিরাপত্তা দেবার জন্য' ভারত দায়িত্ব পালন করবে এবং উপকূল জুড়ে রাডার স্থাপন করবে। এদিকে স্থল সীমান্তে বাংলাদেশি নাগরিকদের হত্যা অব্যাহত রেখেছে ভারতের সীমান্ত রক্ষী বাহিনী। এর সঙ্গে নতুন যোগ হয়েছে আসাম ও পশ্চিমবঙ্গে বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী ধুয়া তুলে বিজেপির রাজনীতি প্রসার এবং বাংলাদেশের ওপর চাপ বিস্তার। এছাড়া বাংলাদেশে এলপিজি আমদানি করে তা ভারতে রপ্তানিরও চুক্তি করা হয়েছে। এই এলপিজি প্রক্রিয়াজাত করার জন্য সুন্দরবনের পাশে প্লান্ট করা হয়েছে যাতে সুন্দরবনও ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

এসব বিষয়ে প্রতিবাদ করে ফেসবুকে স্ট্যাটাস দেওয়ায় প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র আবরারকে পিটিয়ে হত্যা করেছে ছাত্রলীগ নামে সরকারি গুন্ডাবাহিনী। সেই স্ট্যাটাসে আবরার কোনো কটূক্তি করেনি, কোনো প্রধানমন্ত্রী নিয়ে কথা বলেনি। শুধু যুক্তি তথ্য দিয়ে ভারতের সাথে বাংলাদেশের চুক্তিতে নিজের উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। কারও ভিন্নমত থাকলে বা তথ্য যুক্তিতে ভুল থাকলে লেখার জবাব লেখা দিয়েই হওয়ার কথা। কিন্তু আমরা চরম অসহিষ্ণু শাসকদের দাপটের মধ্যে আছি। তাদের নানা নামের বাহিনীর কাজই হলো লাঠিয়াল হিসেবে পেশী দেখানো। জোরজবরদস্তি করে ক্ষমতায় থাকতে চাইলে লাঠিয়াল বাহিনী লাগে, সে উর্দিপড়া হোক বা না হোক। তাদের কাজই ভিন্নমতের মানুষদের পিটিয়ে তাকে এবং অন্যদের শিক্ষা দেওয়া, প্রভুকে সন্তুষ্ট করা। হয়রানি, নির্যাতন, খুন তাই এসব বাহিনীর জন্য একইসঙ্গে খেলা এবং দায়িত্ব। এটাই চলছে রাষ্ট্রের সকল পর্যায়ে। ক্রসফায়ারের নামে রাষ্ট্রীয় বাহিনীর হত্যাযজ্ঞও চলছে যথারীতি। প্রতিবাদ ও জনমতের চাপে সরকার আবরারের খুনিদের আটক করেছে। এই প্রতিবাদের কারণেই বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে নির্যাতনের বহু কারখানার খবর একে একে প্রকাশিত হচ্ছে।

জানা অজানা নানা কেন্দ্র থেকে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা সৃষ্টিরও চেষ্টা চলেছে বারবার। সর্বশেষ ঘটনা ভোলায়। গুজব, উন্মাদনা, বিক্ষোভ ও পুলিশের গুলি। ইতোমধ্যে চারজন মানুষের জীবন চলে গেছে।

দেশজুড়ে লুণ্ঠন ও নির্যাতনের অভূতপূর্ব অধ্যায় তৈরি করেও সরকার উন্নয়নের বাজনা দিয়ে সবকিছুর বৈধতা দিতে সচেষ্ট। বিশ্বব্যাংকসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার সমর্থন ও প্রশংসায়, দেশি বিদেশি লুটেরা শক্তির স্বার্থে জোরজবরদস্তিমূলকভাবে যে উন্নয়ন মডেল চলছে বিস্তারিত তথ্য উপাত্তের মাধ্যমে তার আসল চেহারা তুলে ধরা হয়েছে এই সংখ্যার প্রধান লেখা 'উন্নয়নের আমলনামা'য়। এছাড়া থাকছে 'নেহরুর উন্নয়ন ভাবনা এবং বাংলাদেশের 'মেগা' উন্নয়নের বিকার' নামে আরেকটি সম্পর্কিত লেখা।

বাংলাদেশের বিভিন্ন বিষয়ে অনুসন্ধানী লেখা প্রকাশ *সর্বজনকথার* বিশেষ লক্ষ্য। বরিশালের একটি ইউনিয়নের ওপর মাঠ গবেষণার ফলাফল নিয়ে একটি লেখা প্রকাশিত হল এই সংখ্যায়। এই গবেষণার মূল বিষয় ছিল বাংলাদেশের গ্রামীণ অর্থনীতিতে পরিবর্তনের ধরন অনুসন্ধান করা।

'বিশ্ববিদ্যালয়ের বৈশ্বিক র‍্যাংকিং এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়' শীর্ষক লেখায় বিশ্বজুড়ে বিভিন্ন দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপর যে র‍্যাংকিং করা হয় তার পেছনের জটিল ক্ষমতার সম্পর্ক সামনে আনা হয়েছে। কীভাবে এই ব্যবস্থা কতিপয়ের শিক্ষা বাণিজ্য ও শিক্ষা আধিপত্য রক্ষার কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে তাও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। ''দক্ষিণ এশিয়ায় জাতিরাষ্ট্রের সংকট এবং বাংলার 'অনাগত সমাজ'' লেখা প্রশ্ন তুলেছে জাতিরাষ্ট্রের ভিত্তি নিয়ে। 'মহাবিশ্বে মানুষের স্থান ও পুঁজিবাদের নষ্ট লীলা' লেখায় পুঁজির আগ্রাসনের নতুন দিগন্ত নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

'স্বাধীনতা একটি অবিরাম লড়াই : ফার্গুসন, ফিলিস্তিন এবং জন আন্দোলনের ভিত্তি' শিরোনামে মার্কিন কৃষ্ণাঙ্গ নারীবাদী লেখক ও অধিকার আন্দোলনে সক্রিয় ব্যক্তিত্ব অ্যাঞ্জেলা ডেভিসের সাথে কথোপকথনের ভিত্তিতে রচিত একটি গ্রন্থের অনুবাদ ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ শুরু হল এই সংখ্যায়। সামির আমিনের 'রাশিয়া এবং পুঁজিবাদ থেকে সমাজতন্ত্রে দীর্ঘ রূপান্তর' গ্রন্থের পর্যালোচনার অনুবাদও প্রকাশিত হল। ২০০০ সালে নির্মিত একটি ফরাসী চলচ্চিত্র পর্যালোচনা প্রকাশিত হল 'টোকাইয়েরা এবং কুড়ানিরা' শিরোনামে।

ধারাবাহিক লেখা সিপি গ্যাং-এর 'বেশ্যা' ব্যানার-৫, পরাশক্তির বিবর্তন: চীন-৬, ফুলবাড়ী বড়পুকুরিয়া অঞ্চলের সমীক্ষা-২ প্রকাশিত হল। এছাড়া জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্যের কাছে খোলা চিঠিসহ যথারীতি থাকছে কয়েক মাসের খবর।

আনু মুহাম্মদ
২৮ অক্টোবর ২০১৯